গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

আগস্ট/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব এ. এম. বদরুদ্দোজা
সচিব

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৯.০৮.২০১৬ খ্রিঃ বিকাল ৩-০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নব-যোগদানকারী উপ-সচিব জনাব মোঃ আয়াতুল ইসলামকে স্বাগত জানানো হয় এবং সকলের সাথে তাঁকে পরিচয় করে দেয়া হয়। অতঃপর জুলাই, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন/ বিয়োজন না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ় করা হয়। সভার বিজ্ঞপ্তিতে সন্নিবেশিত এজেন্ডা এবং জুলাই, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ	**(ক) বোরো সংগ্রহ-২০১৬** সভায় পর্যালোচনা হয় যে, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার প্রথম বারের মত চাল অপেক্ষা ধান সংগ্রহের জন্য সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা ৭ (সাত) লাখ মেট্রিক টন এবং সিদ্ধ চালের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লাখ মেট্রিক টন নির্ধারণ করেছে। সচিবের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ২৫.০৭.২০১৬ তারিখে ধান সংগ্রহ স্থগিত করা হয়েছে। ঐ দিন পর্যন্ত সংগৃহীত ধানের মোট পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৭৭ মেট্রিক টন। তিনি আরও জানান যে, ইতোমধ্যে অধিকাংশ ধান মিলিং করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান মিলিং চলমান আছে। অবশিষ্ট ধান দ্রুত মিলিং করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। দীর্ঘদিন পর ধানের মিলিং কমিশন যুগোপযোগী করায় নির্ধারিত পরিমাণ ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং ধান সংগ্রহে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য তিনি মন্ত্রণালয়কে কৃজ্ঞতা জানান। উল্লেখ্য যে, ২৫.০৭.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৭৭ মেট্রিক টন ধান সংগৃহীত হয়েছে। চাল	(১) অবশিষ্ট ধান দ্রুত মিলিং সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনায় জানা যায় যে, সিদ্ধ চাল সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। লক্ষমাত্রার বিপরীতে ৫,৩১,৪৭৯ মেট্রিক টন সিদ্ধ এবং ৪৩,৫৭৩ মেট্রিক টন আতপ চালের জন্য মিলারগণের সাথে চুক্তি করা হয়। চুক্তির বিপরীতে ২৮.০৮.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ২,০৬,৫৬৯ মেট্রিক টন সিদ্ধ ও ২৭,২৩২ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে। Repeat order এর মাধ্যমে বর্ধিত সংগ্রহ মেয়াদে অবশিষ্ট চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় আশ্বস্ত করা হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(২) নির্ধারিত মেয়াদে অবশিষ্ট পরিমাণ সিদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	
২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, সংশোধিত বাজেটে গম আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রতিটি ৫০ হাজার মেট্রিক টন করে ৫টি প্যাকেজের আওতায় মোট ২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনের ৫টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। অবশিষ্ট পরিমাণ গম বিগত অর্থ বছরের চুক্তিপত্রের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মধ্যে ২টি চুক্তির বিপরীতে ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন গম আগস্ট মাসের মধ্যে বন্দরে পৌঁছে এবং খাদ্যশস্য ভর্তি গম খালাস করা হচ্ছে। বাকী ৩টি টেন্ডারে মোট ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ দেয়া হলেও বিনির্দেশমত না হওয়ায় বন্দরে আগত গম গ্রহণ করা হয়নি। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৫ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখিত গম আমদানির জন্য দরপত্র/ কোটেশন আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	নতুন অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ হতে গম আমদানির প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** OMS খাতে চাল বিক্রয় আপাততঃ স্থগিত আছে। **(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেটে গমের বরাদ্দ ৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৩১.০৭.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ময়দাকলে বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ ৪,৪৪৭ মেট্রিক টন। বরাদ্দকৃত গমের আনুপাতিক হারে ফলিত আটার পরিমাণ ৩,৪০৮ মেট্রিক টন। গমের ফলিত আটা বিক্রয় অব্যাহত আছে। আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। **(গ) সুলভ মূল্য কার্ড (এফপিসি)** সুলভ মূল্য কার্ডের উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (সববি) জানান যে, এ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ	(১) যথাযথ নজরদারি রেখে আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) সুলভ মূল্য কার্ডের (FPC) মাধ্যমে খাদ্যশস্য	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য

	জন উপকারভোগী তালিকা ভূক্ত করা হয়েছে। উপকারভোগীদের জন্য ফেয়ার প্রাইস কার্ড তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে ডিলার নির্বাচনের কাজও প্রায় শেষ মর্মে সভায় অবহিত করা করা হয়। যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) সভায় জানান যে, উপকারভোগীদের মাঝে মাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রতিকেজি ১০/-টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হবে। সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাস হতে খাদ্য বান্ধব এ কর্মসূচি চালু হবে এবং বছরে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, মার্চ এবং এপ্রিল এ পাঁচ মাস এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। সরকারি সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (ঘ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ** বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ চালু আছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ২০১৬-২০১৭ চলতি অর্থ-বছরে টিআর খাতে ১.০৫ মেট্রিক টন চাল ও ২.৫০ মেট্রিক টন গম, কাবিখা খাতে ২.৪০ মেট্রিক টন চাল ও ২.২০ মেট্রিক টন গম, ভিজিডি খাতে ৩.১৫ মেট্রিক টন চাল, ভিজিএফ খাতে ৪.০০ মেট্রিক টন চাল; স্কুল ফিডিং খাতে ২২,৫০০ মেট্রিক টন চাল/ গম এবং জিআর খাতে ৮৮,০০০ মেট্রিক টন চাল/ গম বরাদ্দ রাখা হয়। সভায় আরও জানান যে, জিআর খাতে ৩,৭৯৭ মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যকোন খাতে ৩১.০৭.২০১৬ পর্যন্ত উত্তোলনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	উপকারভোগীগণের নিকট সুষ্ঠভাবে চাল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সং ও সরঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪. খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য মনিটরিং	সভায় আলোচনা হয় যে, সারাদেশে বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছে। বর্তমানে (৩১.০৭.২০১৬ তারিখে) মোটা চালের খুচরা গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৬.২৫ টাকা। গত মাসে এ বাজার দর ছিল ২৫.৪৫ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৫.২৭ টাকা। গত মাসে এ বাজার দর ছিল ২৪.১২ টাকা। চালের বাজার দর বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে সভায় সকলে একমত প্রকাশ করা হয়। নিয়মিত বাজার দর মনিটরিংসহ চাল ও আটার হালনাগাদ মূল্য (সমন্বয় সভার ২/৪ দিন পূর্বের মূল্য) উপস্থাপন করার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে এবং চাল ও আটার হালনাগাদ মূল্য উল্লেখ করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত	**গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত** **(ক) গুদাম মেরামতঃ** ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে গুদাম মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের ২৮.৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মাসে ৬২টি লটে গুদাম ও অন্যান্য মেরামত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। জানুয়ারি,	(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত কাজ	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

	২০১৬ মাসে টেন্ডার খোলা হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাসে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়। ৬২টি লটে ৮০,৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার গুদাম মেরামত কাজ চলমান আছে। ০১.০৭.২০১৬ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদারকে NoA দেয়া হয়েছে। কাজের অগ্রগতি-৩০% বলে জানানো হয়। গুদাম মেরামত অর্থ ব্যয়ের তথ্যাদি এবং মেরামত কাজের অগ্রগতি নিয়ে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।এ কাজগুলো দ্রুত শেষ করার জন্য সভায় তাগাদা দেয়া হয় এবং কাজের বাস্তব অগ্রগতি কতভাগ তা সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়। **(খ)** ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও আনুষঙ্গিক মেরামতের নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন পূর্বক গুদাম মেরামতের কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। **(গ) নতুন অফিস ভবন নির্মাণ** প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি মেরামত ও নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নরসিংদী, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল, এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ৪টি ভবনের কাজের অগ্রগতি-৯৫.৩৩%। এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পুরাতন অফিস ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নতুন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ না হওয়ায়, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন ভবন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদানে দেরী হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। আগামী সভার পূর্বে সকল নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় পরমার্শ দেয় হয়।	যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। (২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বিভাজন ও গুদাম মেরামতের নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (৩) সকল নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নতুন নির্মাণ কাজের বিস্তারিত অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	
৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষাঃ	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তর হতে পাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ৪০০টি। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৫১৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি নমুনা পরীক্ষা করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের	খাদ্যশস্যের নমুনার পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

	পরীক্ষাগারে এ যাবৎ ১৯টি এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা-৯৩টিসহ মোট ১১২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সভায় জানা যায় যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ৩৬০টি নির্ধারিত আছে। লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।		
	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষঃ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রচার কার্যক্রম এবং Surveillance অব্যাহত আছে বলে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন। কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে, ইতোমধ্যে প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৬ প্রকার পোস্টার ও ৩ প্রকার প্যাম্পলেট মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, গত জুন মাসে রংপুর বিভাগে ১টি, জুলাই মাসে ঢাকার কাওরান বাজারে ও বিয়াম মিলনায়তনে ২টিসহ মোট ৩টি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিয়াম মিলনায়তনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সেনেটারী ইন্সপেক্টরদের ১টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ২৫০ জন ইন্সপেক্টর অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ Surveillance অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ Surveillance অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	(১) সভায় জানানো হয় যে, APA বাস্তবায়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব মহোদয় দেশের বাহিরে থাকায় ০৪.০৮.২০১৬ তারিখে APA স্বাক্ষরিত হয়নি। নতুন তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পরে জানানো হবে। খাদ্য অধিদপ্তর ও BFSA এর সাথে ২৯.০৬.২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত কার্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ Score অর্জন করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য দপ্তরসমূহ নিয়মিত সভা করবেন। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কর্মকর্তাগণের মধ্যে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য সকলকে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	**(১)** মূল্যায়নের ফলাফল পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে। (২) APA লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সকলকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	সভায় জানানো হয় যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনিটরিং সিট প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রশিক্ষণ কোর্সেও শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের নতুন কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা গত ২৮.০৭.২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৬-২০১৭ সালের Work Plan যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালন	সকল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr><td></td><td>সাইটেও আপলোড করা হয়েছে।</td><td>করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা</td><td>সভায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে এগুলোর উপর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত আছে। উপ-সচিব (তদন্ত) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ে জুলাই, ২০১৬ মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট অভিযোগের সংখ্যা-১৯৮, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-১২৩ এবং অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা-৭৫টি।অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td><td>যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td><td>(ক) অডিট সভাঃ সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ তরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জুলাই, ২০১৬ মাসে বরিশাল বিভাগে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে আলোচিত আপত্তির সংখ্যা-১৮টি এবং নিষ্পত্তির সংখ্যা-০১টি। এছাড়া, অন্য কোন বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। জুন-জুলাই, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভা এবং আলোচিত ও সুপারিশকৃত অডিটের সংখ্যা এবং ব্রডসিট জবাবের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ

অগ্রিম আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>জুন</td><td>জুলাই</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>২৭৮৯</td><td>২৮১৩</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>১</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>২০</td><td>১৮</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>১৮</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>২৪</td><td>৬৬</td></tr>
</table>
খসড়া আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>জুন</td><td>জুলাই</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৭৭১</td><td>৭৭১</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>১</td><td>০৯</td></tr>
</table>
সংকলনভূক্ত আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>জুন</td><td>জুলাই</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৫৯৩</td><td>৫৯৩</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>০৪</td><td>০৬</td></tr>
</table></td><td>(১) পরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>(১) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়</td></tr>
</table>

	(খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য সভায় আলোচনা হয় যে, মাস ভিত্তিক এবং বিভাগ-ওয়ারি দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন অব্যাহত আছে। প্রতিটি সভায় আলোচিত ও নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত অডিট সংখ্যা উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু নিষ্পত্তির আদেশ জারিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা উপস্থাপন করা হয় না। এখন থেকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি প্রতিমাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির আদেশ জারির তথ্যও ছকে দেখানোর জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(২) আগামী সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি আপত্তি নিষ্পত্তির আদেশ জারির তথ্যও ছকে উপস্থাপন করতে হবে।	(২) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়
১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) সভায় জানান। যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) সভায় আরও জানান যে, জুলাই, ২০১৬ মাসে সিডিউল প্রণয়ন করে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অ-অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। আগস্ট, ২০১৬ মাস হতে সিডিউল অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত থাকবে মর্মে জানান। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), যুগ্ম-সচিব (সমঃওসং), উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ	**(ক) শাখা পরিদর্শনঃ** জুলাই, ২০১৬ মাসে কোন শাখা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। **(খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ** সভায় জানানো হয় যে, শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য এ পর্যন্ত অভ্যঃ প্রশাঃ-১ শাখায় কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। শ্রেণিবিন্যস্ত নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিষ্পত্তি তথা বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রত্যেক অধিশাখা, শাখা প্রধানগণকে উইং প্রধানের মাধ্যমে প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করার জন্য সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া, নথির শ্রেণিবিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়ার উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রত্যেক শাখা/ অধিশাখা প্রধানকে উইং প্রধানের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামতসহ বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রশাঃ-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, এখন থেকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নথির শ্রেণিবিন্যাস	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ও নথি বিনষ্টকরণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>১৪. আইন ও মামলা</td><td>খাদ্য অধিদপ্তরের মামলাঃ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মামলাসমূহ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত ও মামলা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৬৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর ৩১.০৭.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সর্বমোট ১১৪২টি মামলা চলমান আছে।</td><td>(১) মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগের পাশাপাশি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।</td><td>(১) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।</td></tr>
<tr><td></td><td>(২) সিলেট মহানগরে আম্বরখানা মৌজার ৪৬ শতাংশ দখলীয় জমিঃ খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা সভায় জানান যে, সিলেট মহানগরের আম্বরখানা মৌজায় খাদ্য বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত ৪৬ শতাংশ জমির (মটরগ্যারেজ) বিষয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেটকে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করার জন্য বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত মামলার আর্জির খসড়া কপি খাদ্য বিভাগের আইন উপদেষ্টার দপ্তর হতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিলেটে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত চিরস্থায়ী মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিষয়টি খাদ্য অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা মামলাটির বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। খাদ্য বিভাগীয় দখলীয় জমি যেন বেহাত না হয় সে বিষয়ে তৎপর থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।

নিম্নে জুলাই মাসের বিভাগভিত্তিক মামলার তথ্য তুলে ধরা হলোঃ
<table>
<tr><th>বিভাগের নাম</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>আলোচ্য মাসে মামলার সংখ্যা</th><th>জুলাই মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা</th><th>অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>ঢাকা</td><td>৩৪২</td><td>-</td><td>১৪</td><td>৩২৮</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>৮১</td><td>-</td><td>০৪</td><td>৭৭</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>২২৩</td><td>-</td><td>০৫</td><td>২১৮</td></tr>
<tr><td>খুলনা</td><td>১৩০</td><td>-</td><td>০২</td><td>১২৮</td></tr>
<tr><td>রাজশাহী</td><td>১৯২</td><td>০২</td><td>২২</td><td>১৭০</td></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>২১৩</td><td>-</td><td>১৪</td><td>১৯৯</td></tr>
<tr><td>সিলেট</td><td>২৬</td><td>-</td><td>০৪</td><td>২২</td></tr>
<tr><td>মোট মামলা</td><td>১২০৭</td><td>০২</td><td>৬৫</td><td>১১৪২</td></tr>
</table></td><td>(২) খাদ্য বিভাগীয় দখলী জমি যেন বেহাত না হয় সে বিষয়ে তৎপর থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>(২) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।</td></tr>
<tr><td>১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়</td><td>প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভায় অনাদায়ী চালকলের নিকট সরকারি পাওনার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। জুলাই, ২০১৬ মাসের তথ্য খাদ্য অধিদপ্তর সরবরাহ করতে না পারায় জুন-২০১৬ মাসে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরুপ উপস্থাপন করা হলোঃ</td><td>সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়</td><td>মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিভাগের নাম</th><th>জেলার সংখ্যা</th><th>অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা</th><th>দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ</th><th>বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ</th><th>মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ</th><th>অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>রাজশাহী</td><td>০৫</td><td>৮০</td><td>১১,০৯,৯৬,১৭৮.৮৩</td><td>০</td><td>২,৭২,৫৫,২৯৮.৩৭</td><td>৮,৩৭,৪০,৮৮০.৪৬</td></tr>
<tr><td>২</td><td>রংপুর</td><td>০৮</td><td>৯৯</td><td>৬,৩৭,১৫,২০৩.১৯</td><td>৩,৩১,৭৩৮.০০</td><td>২,৪০,২০৮.৬২</td><td>৩,৯৭,১২,৩৯৪.৫৭</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ঢাকা</td><td>০৮</td><td>৪০</td><td>৭,৭৩,০৯,৭৯৫.২৮</td><td>১৫,০০০.০০</td><td>৫২,৮১,১৫৫.২৭</td><td>৭,২০,২৮,৬৪০.০১</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>খুলনা</td><td>০৩</td><td>২৫</td><td>২,৪৬,৫১,৫০৫.২১</td><td>০</td><td>৯,৪৩,৪২৫.৪০</td><td>২,৩৭,০৮,০৭৯.৮১</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>০৫</td><td>১৫</td><td>৪,৬৫,৮৪,৪৫২.১৯</td><td>০</td><td>৭,৫৮,৬৪০.০২</td><td>৪,৫৮,২৫,৮১২.১৭</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>সিলেট</td><td>০২</td><td>০৫</td><td>২০,৫৪,৮০০.২২</td><td>০</td><td>৬,৭৪,৫০৮.৩০</td><td>১৩,৮০,২৯১.৯২</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>বরিশাল</td><td>০১</td><td>০১</td><td>১০,৯৮,২৩৭.৫৭</td><td>০</td><td>০</td><td>১০,৯৮,২৩৭.৫৭</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>৩২</td><td>২৬৫</td><td>৩২,৬৪,১০,১৭২.৪৯</td><td>৩,৪৬,৭৩৮.০০</td><td>৫,৮৯,১৫,৮৩৫.৯৮</td><td>২৬,৭৪,৯৪,৩৩৬,৫১</td></tr>
</table>
চালকলগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ সরকারি টাকা অনাদায়ী থাকায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। অনাদায়ী টাকা আদায়ের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
</td>
<td>সন্তোষজনক না হওয়ায় অনাদায়ী টাকা আদায়র প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৬. পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণ</td>
<td>খাদ্য অধিদপ্তর হতে পেন্ডিং বিষয়ে ০৪ (চার) পাতার একটি তালিকা পাওয়া গেছে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত এবং মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ৩টি বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া, অন্যন্যা বিষয়গুলো খাদ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সমন্বয় সভায় পেন্ডিং তালিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মর্মে সভায় সকলে মত প্রকাশ করেন।</td>
<td>পেন্ডিং বিষয় নিষ্ষত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা</td>
</tr>
</table>

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(এ. এম. বদরুদ্দোজা)
সচিব